Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.156-165
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাহিত্যিক বাস্তববাদের আলোকে কবি সুমন পাটারীর কবিতা বিশ্লেষণ

তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী
স্বাধীন গবেষক, হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত

Abstract:
Literary Realism is a significant literary movement that arose in the mid-nineteenth century. As in romanticism, the author's personal emotions, feelings, joys or sentiments, fantasy, etc. appear; but in Literary Realism daily experience of life gains ultimate prominence. Criticism of life and society is expressed here and the writing language is sharp, incisive. Presently Sahitya Akademi Youth Awardee (2022) Poet Suman Patari is a famous name in Northeast India. Suman got this award for the Bengali poetry book 'Likhe Kichu Hoy Na'. He expresses many aspects of his life in lucid language in poems. Lack of food and clothing, lack of medical treatment, father's helplessness, pain of unemployment, vote politics etc. come up in his poems spontaneously. This poet does not hesitate at all to express his life experiences as it is in the world of poetry. Whether the young poet Suman Patari can be called a realist poet in terms of multiple characteristics of literary realism - this exploration, analysis and evaluation is the main focus of the article.

Key Words: Literary Realism, poetry, Society, life, poverty, unemployment, politics.

Literary Realism বা সাহিত্যিক বাস্তববাদ হচ্ছে উনিশ শতকের মধ্যভাগে জেগে ওঠা এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আন্দোলন।[১] আমরা একে বলতে পারি রোমান্টিসিজমের প্রতিস্পর্ধী একটি জোরালো ডিসকোর্স। রোমান্টিসিজমে কবির ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, বাস্তব জগত থেকে বিচ্যুত দূরাভিসারী, দূরযানী মানস-প্রবণতা প্রধান হয়ে ওঠে[২]; পক্ষান্তরে Literary Realism বা সাহিত্যিক বাস্তববাদে স্বচ্ছ ভাষায় প্রতিদিনের বাস্তবতার বহুবিধ দিক যেমন ধর্ম-অধর্ম, আনন্দ-বেদনা, অভাব-অনটন-দরিদ্রতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে। কারণ, "One of the vital characteristics of realism in literature is its emphasis on portraying life as it is. Realist writers sought to capture the mundane and ordinary aspects of daily existence and the complexities of human psychology and social dynamics. The settings and characters depicted in realist works are often drawn from everyday life, making them relatable and recognizable to readers."[৩] আর সেদিক থেকে সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি সুমন পাটারীকে একজন বাস্তববাদী লেখক বলা যায় কিনা- 'লিখে কিছু হয় না' শীর্ষক কাব্য বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এবারে সেই আলোচনায় প্রয়াসী হব।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। কবিতা এরই একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ বা সংরূপ। কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রভাব ফেলে। তবে শুধু কবিতা নয়, সামগ্রিকভাবে সাহিত্যে একজন লেখকের অন্তর্জীবনের ছায়াপাত ঘটে থাকে, কম-বেশি। Angela Janovsky-র 'How an Author's Life Influences Literary Works' শীর্ষক নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে: "We are all influenced by the world around us, and have unique, individual experiences that affect our personalities. In the same way, an author is influenced by their past when they write. Gender, race and socioeconomic status also have a huge impact on their writing."[৪] তাই সুমন পাটারীর কবিতা আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে খানিকটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ইতিপূর্বে কোথাও কবির জীবন সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধের লিখিয়ের সঙ্গে দূরভাষে এক সাক্ষাৎকারে সুমন তাঁর যেটুকু পরিচয় জানিয়েছেন, এখানে সেই বিবরণই তুলে ধরা হলো। কবি সুমন পাটারীর জন্ম হয় ১২ই জানুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। পিতার নাম নারায়ণ পাটারী। গ্রাম: স্বদেশনগর, শান্তিরবাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরা। কবি স্কুলশিক্ষা সম্পন্ন করেন বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় থেকে। তারপর ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিসিএ পাশ করেন। দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান সুমন এরপর সম্পূর্ণরূপে কৃষিকাজে ও কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সুমনের কবিতা লেখার সূত্রপাত কলেজ জীবনে। যাপন সংগ্রামের বাস্তব ভাষ্যে এই কবির কবিতা উজ্জ্বল। সুমন ভালোবাসেন দীর্ঘ উপন্যাস ও ছোটগল্প পড়তে। তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক এরিখ মারিয়া রেমার্ক। ২০১৬ সালে স্রোত প্রকাশনা থেকে সুমন পাটারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মাটির মানুষ' প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মোট চারটি। 'লিখে কিছু হয় না' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে, অক্ষর প্রকাশনী থেকে। এই 'লিখে কিছু হয় না' কাব্যগ্রন্থের জন্যই ২০২২ সালে সুমন সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কার লাভ করেন। ত্রিপুরার এক উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রতিবেদনে ব্যক্ত হয়েছে: "...সাহিত্য একাডেমির যুব সাহিত্য পুরস্কার এই প্রথম পেল ত্রিপুরার কোনো কবি। সেদিক থেকেও ইতিহাস হয়ে থাকবেন ক্ষেতে খামারে কাজ করে কবিতা লেখা তরুণ কবি সুমন।"[৫]

ত্রিপুরার কবি হলেও বর্তমানে সুমন পাটারী উত্তর-পূর্ব ভারতের কবিতা চর্চার অঙ্গনে একটি পরিচিত নাম। সুমনের কবিতায় যে বিষয়টি প্রথমেই নজর কাড়ে তা হলো কবির স্পষ্টবাদিতা। যাপিত জীবনের নির্মম বাস্তবতাকে কবিতায় তুলে ধরেন সুমন স্পষ্ট ভাষায়, কোনো আড়াল না রেখে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি রিয়্যালিস্টিক লিটারেচারের এ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 'লিখে কিছু হয় না' কাব্যগ্রন্থের 'একটি কবিতা' শীর্ষক রচনায় সুমন ঘোষণা করেছিলেন:

> "আমি লিখব ভাত, জল, ঢেকিশাক,
> লিখব উপজাতি পুরুষের জুমফেরত ক্লান্তি
> ও রমণীর গানে গল্পে লুকনো ইতিহাস।"[৬]

আর তা-ই করেছেন। গোটা কাব্যপাঠে সেকথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা কাব্য ভুবনের প্রাতস্মরণীয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'হে মহাজীবন' শীর্ষক কবিতায় দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন: "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়:/ পূর্ণিমার-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"[৭] এই নির্ভেজাল সত্যেরই প্রকাশ লক্ষিত হয় সুমন পাটারীর গদ্য-কবিতায়। ছোট থেকেই অভাবের সঙ্গে

সংগ্রাম করে তাঁর বেড়ে ওঠা। ত্রিপুরার এক চাষী পরিবারের ছেলে তিনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলিয়ে তবেই দু'মুঠো ভাতের জোগাড় হয়। তাই সুমন যখন লেখেন:

> "কোনো পুরানো আধমরা গাছ দেখলে আমার বাবার কথা মনে পড়ে
> মা, তাঁর ডাল ভেঙে ভেঙে, ভাত ফোটায়।"[৮]

তখন সাধারণ পাঠক সহজেই তাঁর কবিতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারেন। কারণ এ তো আমাদের পরিচিত বাস্তব। সংসারের জোয়াল থাকে বাবার কাঁধে। স্ত্রী সন্তান তথা পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করতে করতেই তারা 'আধমরা'। গ্রাম বাংলার মায়েদের আবদার, অভিমান, চাওয়া পাওয়া তো আজও তাদের স্বামীকে ঘিরেই। উল্লেখ্য, 'লিখে কিছু হয় না' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আলো'। কবিতাটির শুরুতেই কবি যখন উচ্চারণ করেন: "আমাদের পরিবারে একটাই কুপি/ কেরোসিন উবে গেছে পড়ালেখায়, কন্যাদায়ে।"[৯] তখন অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতায় বিধ্বস্ত কবির আত্মযন্ত্রণার আঁচ পাওয়া যায়। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কবি 'সঞ্চয়' শীর্ষক কবিতায় জানান:

> "কখনো এমন ছিল,
> ছোটো বোন ছোট বলে জামার প্রয়োজন ছিল না
> বড়ো বোন বড়ো বলে তার ক্ষুধা হত না।
> ভাইবোন চারজন বলে
> বাকি তিনজনের অন্নপ্রাশন করা হয়নি।"[১০]

এই কবিতার পরবর্তী স্তবকে আরো জানান:

> "ম্যালেরিয়ায় যেদিন আমি ঠক ঠক কাঁপতে কাঁপতে
> হাসপাতাল থেকে শ্মশানের দিকে চলে যাচ্ছিলাম
> তখনো বাবা কাঁদেননি, ..."[১১]

এই বর্ণনা পাঠক হৃদয়কে তোলপাড় করে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি তারাপদ রায়ের সেই অন্তর্ভেদী 'দারিদ্র্য রেখা' কবিতাটির কথা: "আমি নিতান্ত গরীব ছিলাম, খুবই গরীব।/ আমার ক্ষুধার অন্ন ছিল না,/ আমার লজ্জা নিবারণের কাপড় ছিল না,/ আমার মাথার উপরে আচ্ছাদন ছিল না।"[১২] যাই হোক, ত্রিপুরার এক সময়ের দুর্বল আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় এবং জটিল রাজনীতির ঘেরাটোপে নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগের চিত্র ইতিহাসে ধরা আছে। ফলত আলোচ্য এই কবির কাব্যকথা পাঠকের অভিনিবেশাকাঙ্ক্ষী নিছক কল্পকথা নয়। ক্ষুধা নিবারণ কিংবা লজ্জা নিবারণের ন্যূনতম সংস্থান নেই যে হত দরিদ্র সংসারে, সেখানে রোগের চিকিৎসা তো ভাবনার অতীত। এই সমূহ যন্ত্রণা মানুষকে পাথরে পরিণত করে। কবির পিতা পৃথিবীর হাজার হাজার রিক্ত, নিঃস্ব মানুষের প্রতিনিধি। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন, তখন তাদের অশ্রুবারি শুকিয়ে যায়। বাস্তব এমনই কঠিন, কঠোর, নির্দয়।

নদীর গতিপথ পরিবর্তনের মতো অপ্রত্যাশিত ঘটনা চর-চাষী মানুষের জীবনে সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে। কিন্তু চাষীরা নিরুপায়। অনিশ্চয়তায় ভরা তাদের যাপিত জীবন। তাই ক্ষোভে যন্ত্রণায় 'যাযাবর' শীর্ষক কবিতায় কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়:

"স্থায়ী কৃষক বেহায়া
বালিচরে তবু বীজ বোনে
আর, উড়ন্ত মেঘের ছায়ায় জুমিয়াদের
দেখে দেখে নিঃশ্বাস গোনে।"১৩

উল্লেখ্য, ত্রিপুরার জুম নির্ভর জীবনও যে নিশ্চিন্ত নিরবিচ্ছন্ন সুখের, এমনটা নয়। কারণ, ক্রমাগত চাষের ফলে পাহাড় একসময় উর্বরতা হারায়। তখন জুমচাষীদের স্থান পরিবর্তন করতে হয় পুনরায় চাষাবাদের প্রয়োজনে। আলোচ্য কবিতায় জুমিয়াদের সুখী যাপন দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলার প্রসঙ্গটি এনে কবি কৌশলে যেন সেই সমাজ বাস্তবতার ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন।

একথা ধ্রুবসত্য না হলেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে দারিদ্র্য পীড়িত প্রেমিকের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা সম্পর্ক ভাঙনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বিখ্যাত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতার বরুণা কিংবা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই 'চাবি' কবিতাটির অনামিকা চরিত্রের কথা। কবি সুমন পাটারীর 'ফুটো' কবিতায় রয়েছে তারই ইঙ্গিত। প্রেমিকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যৌথভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনযুদ্ধ জয়ের ধৈর্য ছিল না যে প্রেয়সীর, প্রেমিককবির বেদনার্ত বয়ানে পাই:

"দুরন্ত রকেটের মতো তুমি উড়ে গেলে..."১৪

কিংবা 'কবিতার অভাব' শীর্ষক রচনায় সুমন যখন লেখেন:

"যেসব বান্ধবীদের রূপযৌবন অক্সিজেনদায়ী বৃক্ষ ছিল
তারা সবাই এখন শীতের শালগাছ"১৫

একই কবিতায় ঠিক তার পর মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হয় কবির আত্মক্ষোভ- একাধারে বেকারত্বের যন্ত্রণা, সংসারের চূড়ান্ত আর্থিক টানাপোড়েনে বিক্ষত কবির হৃদয়কথা। কবি বলেন:

"আমার ভিতর জ্বলছে আততায়ী চাওয়া,
হলুদ চিঠি, মার্কশিটে ঠাঁসা ফাইল,
মায়ের কান্না, কেরোসিন
ধার করা দিনের অপমান।"১৬

কিংবা 'দৃশ্য' নামক কবিতায় কবি যখন জানান:

"আমি, সকালে বেরিয়ে যাই,
মাঝেমধ্যে রাগ কমলে বাড়ি ফিরি
অথবা কোনো জঙ্গলে বসে বসে
মার্কশিটের ফাইল খুলে ভাবি।"১৭

কিংবা 'রিংমাস্টার' কবিতায় কবি যখন দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন যে-

"বিএ পাশ-করা প্রাইভেট টিউটর আমি

স্কুলশিক্ষকের মতো আর পারি কই!

রাত আটটায় পাশের বাড়ি থেকে
নুন লঙ্কা ধার করে আনেন মা।
খেয়াল রাখেন বাবা ও আমি যেন টের না পাই।"[১৮]

এই যন্ত্রণাকাতর উচ্চারণ নিঃসন্দেহে পাঠক হৃদয়কে আর্দ্র করে। কারণ এখানে কৃত্রিম কান্না নিছক শিল্পিত বয়ানে বাঁধা পড়েনি। লক্ষণীয়, কবির অভাব-দীর্ণ যাপন বাস্তবতার নানা মাত্রা, অভিঘাতকথা অধিকাংশ কবিতায় উঠে এসেছে। জীবনের সত্যকে কবিতায় ব্যঞ্জিত করতে কবি বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হননি। কোনো আড়াল না রেখেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর আত্মোপলব্ধি, অর্জিত অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষে দরিদ্র পীড়িত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কম নয়। ২৯ মার্চ, ২০২৪ এ 'The Times Of India' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে: "The jobless rate for graduates was 29.1%, almost nine times higher than the 3.4% for those who can't read or write, a new ILO report on India's labor market showed. The unemployment rate for young people with secondary or higher education was six times higher at 18.4%..."[১৯] গ্র্যাজুয়েট সুমন তাঁর কবিতায় একক আত্মকথা ব্যক্ত করলেও তা হাজার হাজার অভাবগ্রস্থ কর্মহীন শিক্ষিত যুবকের মর্মকথা হয়ে উঠেছে; যারা মার্কশিট বোঝাই ফাইল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে অহরহ। ক্লান্তি, ঘাম, চোখের জলকে মুছে টিউশনি করে ঘরে বাতি জ্বালানোর বন্দোবস্ত করছে। এ বড় নির্মম সমাজ সত্য। বাংলাদেশের নোবেল জয়ী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Muhammad Yunus বলেছেন: "Poverty is the absence of all human rights. The frustrations, hostility and anger generated by abject poverty cannot sustain peace in any society."[২০] স্পেনীয় দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক Jose Ortega y Gasset এর মতে: "An 'unemployed' existence is a worse negation of life than death itself."[২১] অথচ এই সমূহ যন্ত্রণা বুকে নিয়েই দিন যাপন করতে হচ্ছে অসহায় বেকারদের। সুমন তাঁর কবিতায় সেই যন্ত্রণাদগ্ধ বেকার সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আসলে এ এক বৃহৎ সমাজ সংকট; যা প্রলম্বিত হয়ে চলেছে দশকের পর দশক জুড়ে। তাই ১৯৭৭ সালে লেখা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'স্থিরচিত্র' শীর্ষক কবিতায় যেমন ক্ষুধা এবং বেকারত্বের প্রসঙ্গে কবিকে বলতে শোনা যায়: "এখানে বেকার যুবকরা মাইলের পর মাইল/ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা কিউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে/ এক প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুধার স্পর্ধাকে/ তাদের বুকের হাড় আর পিঠের চামড়া খুলে দেয়/ যা তাঁদের বেঁচে থাকার মাশুল।"[২২] তেমনই অতি সম্প্রতি কবি সুমন পাটারীর পুরস্কার প্রাপ্তির দু' বছর পর অর্থাৎ ২০২৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কারে ভূষিত আসামের কবি সুতপা চক্রবর্তীর কবিতায়ও একই সুরের অনুরণন শোনা যায়। উল্লেখ্য, কবি সুতপা চক্রবর্তী ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত। 'হে রাম' শীর্ষক কবিতায় কবি সুতপার অন্তর্যন্ত্রণা, ভণ্ড সুবিধাবাদী মানুষের প্রতি তীব্র ক্ষোভ এবং রাষ্ট্রচালকদের প্রতি চরম বিরূপতা স্পষ্টতা পেয়েছে এভাবে:

"চাকরির পরীক্ষায় বসে বসে হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে
এখন প্রায়শই চাকরিপ্রার্থী বিকলাঙ্গদের সৌভাগ্যময় মনে হয়।
মনে হয় ওরকম আমিও কেন হলাম না?
অনেক উচ্চবর্ণই আবার টাকা দিয়ে নিজেদের বিকলাঙ্গ বানিয়েছেন,
আমি পারিনি।

অনেক উচ্চবিত্ত চাকুরীপ্রার্থী নিজেদের সহায়সম্বলহীন বানিয়েছেন,
আমি জন্ম থেকে সম্বলহীনা,
ভারতবর্ষের এবড়োখেবড়ো মাটিতে হোঁচট খেতে খেতে খালি পায়ে স্কুলে গেছি
হাতে করে বই নিয়ে স্কুলে গেছি
মাথার উপরে ছাদ নেই
ঘরেতে অন্ন নেই
একবেলা ভাত অপরবেলা রুটি খেয়ে পড়াশোনা করেছি।
হে ধর্মাবতার রাম, ধর্মের দোহাই কখনও এ নিয়ে কোনও অভিযোগ করিনি।
....
হে মহামহিম, আমি সনাতন ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের বর্ণশ্রেষ্ঠ নারী
কিন্তু তবুও আপনার ভারতবর্ষ আমায় ন্যূনতম সুরক্ষা দিতে পারেনি
মাথার উপরে ছাদ এনে দিতে পারেনি
দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করে দিতে পারেনি, রাম!
এই ভারতবর্ষের বুকে, এই ধর্মরাজ্যের বুকে আমার এখন নিজেকে হত্যা করা ছাড়া আর
কোনো পথ আমি খুঁজে পাই না ধর্মাবতার..."[২৩]

কবিতায় প্রতিবিম্বিত সমাজ বাস্তবতার এমন নির্মোহ চিত্রকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা নেই স্বয়ং রাষ্ট্রের; অস্বীকার করার সাধ্য নেই পাঠকের।

সাহিত্যিক বাস্তববাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'Exploration of social issues' এবং সেখানে বলা হয়েছে:

> "Realist writers describe the social, political, and economic context of their stories, integrating societal norms, class structures, and historical events to create a rich backdrop that influences the characters and their experiences. ..."[২৪]

সেইসূত্রে বলা যায়, সুমন সমাজ সচেতন কবি। ইতিমধ্যেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। নিত্য সংঘাতে পূর্ণ সাংসারিক জীবনের অন্তস্বর যেমন তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হয়, তেমনই পারিপার্শ্বিক সমাজ বাস্তবতাও তাঁর কবিতার আধেয় হয়ে উঠেছে। পরিচ্ছন্ন ভাষায় 'খুন' কবিতায় কবি উচ্চারণ করেছেন: "আমি জানি সমাজ দুঃখের ডাস্টবিন।"[২৫] চারিদিকে অসাম্য, হিংসা, হানাহানি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত অসহায়তার ভিড়ে কবিও একজন। এই গণ-যন্ত্রণার শরিক হয়েই কবির আত্মোপলব্ধি ভাষা পেয়েছে 'শেষের কবিতা'য়:

"এই সভ্যতা হিংসা দিয়ে রচিত
শান্তি এখানে পঙ্গপালে ঘেরা ফুল
যা দিনের শেষে ঝরে যায়।"[২৬]

ত্রিপুরার অভ্যন্তরীন জটিল সমাজ রাজনীতিতে জনজীবন কতটা বিপন্ন, এখানে তা স্পষ্ট। গদির লড়াই, ভূমির লড়াই, ভাষার লড়াই এবং সেইসূত্রে অপহরণ, রক্তপাতে, বিস্ফোরণে একসময় ত্রিপুরাবাসী ছিল সদা

সন্ত্রস্ত। ফলে শান্তিহীন, স্বস্তিহীন যাপনে মন খারাপ হয় মানুষের নিত্যসঙ্গী। এই অসহ সময়ে দাঁড়িয়ে তাই কবি যখন রাতের আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তখন তাঁর মনে হয়-

> "এই যে আকাশে এত তারা
> এগুলো সব কবিদের কবিতা-
> কালজয়ী ব্যথা-
> রাতের ম্লান পৃথিবী নতজানু এই ব্যথার কাছে।"[২৭] ('নক্ষত্র দহন')

সুমনের কাব্য জুড়ে সেই ব্যথার অনুরণন ধ্বনিত হয়।

এভাবে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ পরিস্থিতিতে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। যেমন, ভোটের রাজনীতি। সহজ করে বললে গদির লড়াইকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার আস্ফালন তথা অপব্যবহার সাধারণ মানুষের জীবনকে কীভাবে বিপন্ন করে, তা আমাদের অজানা নয়। সুমন 'ভোটের পরদিন সকালে' শীর্ষক কবিতায় সেরকম একটি পরিস্থিতিকে ভাষাবদ্ধ করেছেন নিজস্ব শৈলীতে। বিশেষ তাৎপর্যবাহী এবং প্রাসঙ্গিক কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা যাক:

> "ভোটের পরদিন সকালে
> পথঘাট ও বাজারে ঝাড়ুদারের কাজ বেড়ে যায়।
> ভোট, জাতীয় উৎসব।
> এই উৎসবে গর্ভবতীরাও আসে,
> সন্তানের হয়ে ভোট দিয়ে যায়।
>
> এমন এক ভোটের পরের দিন সকালে যখন
> দুলাল, ঝাড়ু নিয়ে এল, একটি মাথা পেল
> ডাস্টবিনে, আরেকটু দূরে পেল হাতের তর্জনী,
> আর দূরে একটি কাটা জিহ্বা।
>
> সে এগুলো স্বাভাবিকভাবে তুলে
> বর্জ্যবাহী গাড়িতে ফেলে দিল।
> কারণ সে জানে ভোট দিতে এসে
> অনেকেই মাথা, তর্জনী ও জিহ্বা ফেলে যায়।
>
> যারা ফেলে যায়নি
> তাদের দেহ তিনখন্ডাকারে পাওয়া গেছে
> শহরের সাফ জায়গায়।"[২৮]

উল্লেখ্য, কবি ব্যক্তিগত ভাবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। 'রাজনীতি' শীর্ষক কবিতায় তার প্রমাণ মেলে যখন কবি বলেন: "চাঁদ আঁকা টিশার্ট পরে আমি যার সাথে হাঁটছি/ সূর্যমার্কা গোয়ালহীন সে রাখাল আমার ভাই..."[২৯] তবে যে মতবাদেরই তিনি অনুসারী হোন না কেন, কবি হিসেবে নিরপেক্ষভাবে ভোটের রাজনীতিকে নির্মোহ সমালোচনা করেছেন প্রাগুক্ত কবিতায়। অদূরদর্শী, অবিবেচক ভোটারদের কার্যকলাপ তথা নির্বাচনী সিদ্ধান্তকে নিন্দা করতে গিয়ে যেমন বলেছেন: "...ভোট দিতে এসে/ অনেকেই

মাথা, তর্জনী ও জিহ্বা ফেলে যায়।”৩০ তেমনই জাতীয় উৎসব ভোট যে সাধারণ মানুষের জন্য কোথাও কোথাও প্রকৃত অর্থে মারণযজ্ঞের নামান্তর হয়ে ওঠে, তাও ব্যক্ত করেছেন।

পূর্বেই আমরা লক্ষ করেছি যে, ভাতের অভাব তথা সংসার জীবনের নানামাত্রিক টানাপোড়েনে কবির জীবন ক্ষতবিক্ষত। স্বভাবতই রোমান্টিক কল্পনার ভাবাবেশ তাঁর কবিতায় ম্রিয়মাণ। ‘ত্যাজ্যপুত্র’ শীর্ষক কবিতার শেষাংশে তাই কবিকে বলতে শোনা যায়:

“এভাবে ভাত ও পাখি থেকে বঞ্চিত জীবন
নিয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত
কবিতার ত্যাজ্যপুত্র হিসেবে পৃথিবীতে বসবাস করি।”৩১

কবির দীর্ঘশ্বাস পাঠককে স্পর্শ করে। আর সেই কারণেই কবির আত্মঘোষিত ‘কবিতার ত্যাজ্যপুত্র’ কথাটি এবং সেইসঙ্গে ‘গ্রিন হাউস’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে উচ্চারিত-

“তুমি আমি যে ঘরে থাকি
আমাদের সেই
নির্যাতনশ্রেষ্ঠ চার দেওয়ালে
কবিতা পা রাখে না”৩২

-এই বিষয়টি পাঠকের দরবারে প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ কবির কাব্যবীক্ষাই প্রমাণ করে কবিতার সঙ্গে রয়েছে তাঁর নাড়ীর যোগ। নয়তো এতো প্রত্যক্ষ বয়ানে জীবনের অন্তস্বর কি কবিতায় উঠে আসতে পারে!

যাই হোক, আলোচনার আপাত সমাপ্তিতে এসে বলতে হয়, কবি যেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে বহুস্বরিক যাপনের নথিকরণ করে চলেছেন তাঁর কবিতায়। সুমনের লেখার আধেয় অতি সাধারণ লোকজীবন এবং তার বিচিত্র বাঁক বিভঙ্গ। তাই উত্তরপূর্ব ভারতের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বাসব রায়-এর মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলা যায়: “...সুমন প্রিভিলেজড ক্লাসের লেখা লেখেন না। রবিবার মধ্যাহ্নভোজনের পর দ্বিপ্রাহরিক ঘুমের আগে যারা খবরের কাগজে ছোটগল্প পড়ে, তাদের জন্য লেখেন না। আর তাই সুমনের লেখা হল আমাদের লেখা, আমাদের জন্য লেখা।”৩৩ ব্যক্তি পরিসর থেকে সমাজ জীবনের বহুমাত্রিক জটিল বাস্তবতা, ভূমিসংলগ্নতা এবং স্বচ্ছ শব্দ বিন্যাস সুমনের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যিক বাস্তববাদের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে তাঁকে উত্তরপূর্ব ভারতের একজন শক্তিশালী বাস্তববাদী কবি বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। আশাবাদ সুমনের কবিতায় নিষ্প্রভ। তাঁর বলার ভঙ্গি ঋজু। নির্মাণ কৌশলে অকারণ জটিলতা নেই। আবার একথাও অনস্বীকার্য যে, এই অতি প্রত্যক্ষ উচ্চারণ ‘লিখে কিছু হয় না’ কাব্যগ্রন্থের কোথাও কোথাও কথার গণ্ডী পেরিয়ে কবিতার শিল্পধর্মকে ছুঁতে পারেনি বলে মনে হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) Zarnigor, Sobirova, October, 2019, “The Realistic Genre and its Development in World Literature” : IJRTE, Vol. 8, Issue-3S, pp. 189-192 (Article Link: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3S/C10441083S19.pdf) (Time: 11:49 PM, Date: 12/07/2024)

২) ভট্টাচার্য, তপোধীর, জানুয়ারি ২০১১, “প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব” : দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ: ৩৫

৩) Megbulem, Sandra N, October 2023, "REALISM IN LITERATURE" : ResearchGate, P- I (Article Link: https://www.academia.edu/107751086/REALISM_IN_LITERATURE) (Time: 7:15 PM, Date: 18/07/2024)
৪) Janovsky, Angela, (January 13, 2017) "How an Author's Life Influences Literary Works": (Article Link: https://study.com/academy/lesson/how-an-authors-life-influences-literary-works.html) (Time: 01:01 AM, Date: 23/07/2023)
৫) পত্রিকা প্রতিবেদন (Link: https://www.iutripura.edu.in/Press_clippings/Mr-Suman-Patari-an-Alumni-awarded-Sahitya-Academy-Award.pdf (Time: 11:49 AM, Date: 19/07/2024)
৬) পাটারী, সুমন, ২০১৯, "লিখে কিছু হয় না" : অক্ষর পাবলিকেশানস, আগরতলা, পৃ: ৪০
৭) ভট্টাচার্য, সুকান্ত, ২০০৮, "সুকান্ত রচনাবলী" : সাহিত্যম, কলকাতা, পৃ: ৭২
৮) সূচিপত্রের পূর্ব পৃষ্ঠা
৯) পাটারী, সুমন, ২০১৯, "লিখে কিছু হয় না" : অক্ষর পাবলিকেশানস, আগরতলা, পৃ: ৯
১০) তদেব, পৃ: ১৫
১১) তদেব, পৃ: ১৫
১২) https://www.poetrystate.com/tarapada-roy (Time: 08:34 PM, Date: 19/07/2024)
১৩) পাটারী, সুমন, ২০১৯, "লিখে কিছু হয় না" : অক্ষর পাবলিকেশানস, আগরতলা, পৃ: ১২
১৪) তদেব, পৃ: ১৩
১৫) তদেব, পৃ: ১৬
১৬) তদেব, পৃ: ১৬
১৭) তদেব, পৃ: ২০
১৮) তদেব, পৃ: ৫৫
১৯) https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/young-indians-more-likely-to-be-jobless-if-theyre-educated/articleshow/108864858.cms (Time: 07:41 PM, Date: 21/07/2024)
২০)https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2006/yunus/lecture/#:~:text=Poverty%20is%20Denial%20of%20All,absence%20of%20all%20human%20rights (Time: 10:22 AM, Date: 22/07/2024)
২১) https://www.brainyquote.com/quotes/jose_ortega_y_gasset_185313 (Time: 10:54 AM, Date: 22/07/2024)
২২) চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, জানুয়ারি ১৯৯৪, "বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা" : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ: ৯৬
২৩) 'বার্তালিপি পত্রিকা', কবিতা কলোনি, রবিবার, ১৮/০২/২০২৪
২৪) Megbulem, Sandra N, October 2023, "REALISM IN LITERATURE" : ResearchGate, P-14 (Article Link: https://www.academia.edu/107751086/REALISM_IN_LITERATURE) (Time: 01:02 PM, Date: 22/07/2024)
২৫) পাটারী, সুমন, ২০১৯, "লিখে কিছু হয় না": অক্ষর পাবলিকেশানস, আগরতলা, পৃ: ৪৫

২৬) তদেব, পৃ: ৪৯
২৭) তদেব, পৃ: ৪৩
২৮) তদেব, পৃ: ২৭
২৯) তদেব, পৃ: ২৫
৩০) তদেব, পৃ: ২৭
৩১) তদেব, পৃ: ৩১
৩২) তদেব, পৃ: ৩৪
৩৩) রায়, বাসব, আগস্ট ২৬, ২০২২, "সাহিত্য অকাদেমির যুব পুরস্কার ও উত্তর-পূর্বের বাংলা লেখালেখি" : নয়া ঠাহর, গুয়াহাটি

সহায়ক গ্রন্থ ও জার্নাল:

১) চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, ২০১২ (৫ম সংস্করণ), "সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" : রত্নাবলী, কলকাতা
২) ভট্টাচার্য, তপোধীর, জানুয়ারি ২০১১, "প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব" : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৩) মুখোপাধ্যায়, ডক্টর বিমল, ১৩৬৬, "সাহিত্য-বিবেক" : গ্রন্থমেলা, কলকাতা
৪) সেন, নবেন্দু, ১৯৬২, "পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা" : রত্নাবলী, কলকাতা
৫) চক্রবর্তী, সুধীর (স), জুন ২০০৫, "বুদ্ধিজীবীর নোটবই" : পুস্তক বিপণি, কলকাতা
৬) Bhattacharya, Sourit, 2018, "The Question of Literary Form: Realism in Poetry and Theatre of the 1943 Bengal Famine": 'The Aesthetics and Politics of Global Hunger'/edited by Manisha Basu & Anastasia Ulanowicz, New York: Palgrave, pp. 57-88
৭) Kearns, Katherine, 2010 (Reissue edition), "Nineteenth-Century Literary Realism: Through the Looking Glass" : Cambridge University Press, Cambridge
৮) Megbulem, Sandra N, October 2023, "REALISM IN LITERATURE" (Online Reading)
৯) Taghizadeh, Ali, August 2014, "A Theory of Literary Realism" : Theory and Practice in Language Studies, Vol. 4, No. 8, pp. 1628-1635
১০) Zarnigor, Sobirova, October, 2019, "The Realistic Genre and its Development in World Literature" : IJRTE, Vol. 8, Issue-3S, pp. 189-192